কুষ্টিয়ায় দুই বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত ১, সেনাসদস্যসহ আহত ৬০

কুষ্টিয়ার মিরপুরে সেনাসদস্যদের বহনকারী বাসের সঙ্গে যাত্রীবাহী বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে এক বাসযাত্রী নিহত হয়েছেন। এতে সেনা সদস্যসহ অন্তত ৬০ জন আহত হয়েছেন। নিহত বাসযাত্রীর নাম জিয়া বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে। তিনি ব্র্যাক ব্যাংকে চাকরি করেন। তার বাড়ি ময়মনসিংহ জেলায়।

আজ রোববার দুপুর ১২টার দিকে পাবনা-কুষ্টিয়া মহাসড়কে উপজেলার তালবাড়িয়া হাইস্কুলের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শী পুলিশ ও আহতরা জানান, একটি ভাড়া করা বাসে প্রশিক্ষণরত সেনাসদস্যরা বগুড়া থেকে খুলনা যাচ্ছিলেন। ঘটনাস্থলে খুলনা থেকে ছেড়ে আসা হিমেল পরিবহনের একটি যাত্রীবাহী বাসের সঙ্গে সেনাসদস্যদের বহনকারী বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়।

এরপর স্থানীয়রা ঘটনাস্থল থেকে দুর্ঘটনায় আহতদের কুষ্টিয়া ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে আহত একজনকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, নিহতের নাম জিয়া। তার বাড়ি ময়মনসিংহ জেলায়। তিনি ব্র্যাক ব্যাংকে চাকরি করেন।

আহত সেনা সদস্যরা জানান, তারা বর্তমানে সেনাবাহিনীতে প্রশিক্ষণরত অবস্থায় রয়েছেন। ঈদুল আযহার ছুটিতে তারা বাড়িতে গিয়েছিলেন। ছুটি শেষে তারা একটি ভাড়া করা বাসে করে খুলনার জাহানাবাদ সেনানিবাসে ফিরছিলেন। ওই বাসে তারা মোট ৪২ জন সেনাসদস্য ছিলেন। পথে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে তাদের বহনকারী বাস। এতে তারা কমবেশি সবাই আহত হয়েছেন। সেনা সদস্যদের অন্তত ১০ জনকে কুষ্টিয়া ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। কেউ কেউ প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়ে বাড়ি ফিরে গেছেন।

খবর পেয়ে আহতদের কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে দেখতে যান কুষ্টিয়ার পুলিশ সুপার (এসপি) জসীম উদ্দীন। তিনি এসময় জানান, সেনাসদস্যরা নতুন রিক্রুট, তারা প্রশিক্ষণে রয়েছেন। দুর্ঘটনার বিষয়টি যথেষ্ট

মেহেরপুরের পুরাতন দরবেশপুরে মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত ১, আহত ৩

মেহেরপুর-চুয়াডাঙ্গা আঞ্চলিক মহাসড়কের পুরাতন দরবেশপুরে দুটি মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে আরাফ হোসেন (১৪) নামের এক মাদ্রাসা ছাত্র নিহত হয়েছেন।

এ ঘটনায় আরও তিনজন আহত হয়েছেন। শনিবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে পুরাতন দরবেশপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত আরাফ হোসেন মেহেরপুর সদর উপজেলার সিংহাটি পশ্চিমপাড়ার তৌহিদুল ইসলামের ছেলে।

আহতরা হলো একই গ্রামের কামাল হোসেনের ছেলে হোসাইন (১৪), মোমিনপুর গ্রামের শ্রী রঞ্জিত কুমার পাত্রের ছেলে শ্রী ইন্দ্রজিৎ পাত্র (৩৫) এবং তাঁর ভাই শ্রী সাজু পাত্র (৪০)।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, আরাফ ও হোসাইন একটি টিভিএস আরটিআর মোটরসাইকেলে করে দ্রুতগতিতে মেহেরপুর থেকে চুয়াডাঙ্গার দিকে যাচ্ছিলেন। পথে বিপরীত দিক থেকে আসা ইন্দ্রজিৎ ও সাজু পাত্রের টিভিএস মেট্রো মোটরসাইকেলের সঙ্গে তাদের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলেই আরাফ হোসেনের মৃত্যু হয়।

দুর্ঘটনার পর মেহেরপুর ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের সদস্যরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে নিহত ও আহতদের উদ্ধার করে মেহেরপুর ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক আরাফকে মৃত ঘোষণা করেন। আহতদের মধ্যে হোসাইনের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হুমায়ুন কবির জানান, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে। দুর্ঘটনায় জড়িত দুটি মোটরসাইকেল জব্দ করে বারাদী পুলিশ ক্যাম্পে নেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে পরিবারের পক্ষ থেকে লিখিত অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

গাংনীতে ট্রাক-সিএনজির মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত-১, আহত-৩

মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কের গাংনী উপজেলার শুকুরকান্দী নামক স্থানে ট্রাক ও সিএনজির মুখোমুখি সংঘর্ষে একজন নিহত ও তিনজন আহত হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার বিকেল সাড়ে পাঁচটার দিকে শুকুরকান্দীর গ্যাসপাম্পের অদূরে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন- উপজেলার বাদিয়াপাড়া গ্রামের উত্তরপাড়ার আরিফুল ইসলামের স্ত্রী সুমি খাতুন (৩৫)। আহতরা হলেন- বাদিয়াপাড়া গ্রামের মফিজুল হকের স্ত্রী নোজিয়ারা খাতুন(৪০), একই গ্রামের আরিফুল ইসলামের ছেলে নিরব(১২), মহাব্বতপুর গ্রামের আনারুল ইসলামের ছেলে সিএনজি চালক হযরত আলী (৩২)।

সুমির ভাবি নোজিয়ারা খাতুন জানান, আমি অসুস্থ তাই আমাকে কুষ্টিয়ার ডাক্তার দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলো। কুষ্টিয়াগামী একটি ট্রাক দ্রুত গতিতে এসে আমাদের সিএনজিকে ধাক্কা দেয়। এতে সিএনজিতে থাকা তিনজন যাত্রী ও সিএনজি চালক গুরুতর আহত হন।

বামন্দী ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্সের সহকারী স্টেশন ইনচার্জ নাসির উদ্দিন বলেন, খবর পেয়ে আমরা ঘটনাস্থল থেকে গুরুতর আহত অবস্থায় সুমি খাতুনকে উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসি।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কর্তব্যরত চিকিৎসক ফারুক

হোসেন জানান, সুমি খাতুনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তার উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়েছে।

বামন্দী ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান শাহ আলম বলেন, গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে কুষ্টিয়া নিয়ে গেলে সেখানকার চিকিৎসকেরা সুমি খাতুন কে মৃত ঘোষণা করে। সেখান থেকে তার লাশ এখন বাড়ি ফেরার প্রক্রিয়া চলছে।

রাত দশটার দিকে নিহতের বাড়ি বাদিয়াপাড়া গ্রামে গিয়ে দেখা যায় স্বজনদের আহাজারিতে ভারী হয়ে উঠেছে আশপাশের পরিবেশ। সকলেই লাশ ফেরার অপেক্ষায় বসে আছে।

মেহেরপুরে মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত-১, আহত-২

মেহেরপুর সদর উপজেলার মদনা বাজারে দুই মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে আকাশ নামের এক যুবক নিহত ও আরও দুইজন গুরুতর আহত হয়েছেন। গতকাল শনিবার সন্ধ্যা ৬টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, মেহেরপুরের কাঁঠালপোতা গ্রামের মোঃ আকাশ (২৬) ও মোঃ মোস্তাকিন (১৮) একটি মোটরসাইকেলে মদনা বাজার এলাকায় পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা গাড়াডোব কাচারী বাজারের মোঃ নাসির উদ্দিনের (৪০) চালানো মোটরসাইকেলের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে আকাশ ও মোস্তাকিন গুরুতর আহত হন।

স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করেন। শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক উন্নত চিকিৎসার জন্য রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠান।

পরে আকাশকে রাজশাহী নেওয়ার পথে গাংনী এলাকায় মৃত্যুবরণ করেন। আহত

অপরজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে।

দামুড়হুদায় আলমসাধু পাওয়ার ট্রলির মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত ১

দামুড়হুদা উপজেলার ছোট দুধপাতিলা গ্রামে গরু বোঝায় আলমসাধু ও পাওয়ার ট্রলির মুখোমুখি সংঘর্ষে ১ জন নিহত হয়েছে ও একজন গুরুতর আহত হয়েছেন।

আজ শনিবার চিকিৎসাধীন অবস্থায় চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে একজন মৃত্যু বরণ করে। গত শুক্রবার বেলা দেড়টার দিকে ছোট দুধপাতিলায় রতনের দোকানের সামনে বটতলায় এ দূর্ঘটনা ঘটে। নিহত ব্যাক্তি হলো দামুড়হুদা উপজেলার বড় দুধপাতিলা গ্রামের মৃত আত্তাব মন্ডলের ছেলে আমিরুল ইসলাম (৬৫) এবং আহত ব্যক্তি হলো একই গ্রামের সেলিম উদ্দিনের ছেলে বিপুল (২৭)। আহত ব্যক্তি বর্তমান চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি আছে।

স্থানীয় সুত্রে জানাগেছে, শুক্রবার জুম্মার নামাজের সময় উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের ছোট দুধপাতিলা গ্রামে রতনের দোকানের সামনে বটতলায় ধান ঝাড়া মেশিন বোঝাই আলমসাধু ও অপর দিক থেকে গরু বোঝায় পাওয়ার ট্রলি রতনের দোকানের সামনে বটতলা নামক স্থানে এসে পৌঁছালে দুইটা গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটলে এ দূর্ঘটনা ঘটে। স্থানীয় এলাকাবাসী এসে দ্রুত তাদেরকে উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করে। আজ শনিবার রাত ১.৩০ মিনিটে কর্তব্যরত চিকিৎসক আমিরুল ইসলামকে পরিক্ষা নিরিক্ষার পরে মৃত ঘোষণা করেন এবং অপর আহত বিপুল চিকিৎসাধীন অবস্থায় আছে। গতকাল বাদ জোহরের নামাজ শেষে নিহত ব্যক্তিকে গ্রামের কবরস্থানে দাফন কার্য সম্পূর্ণ করা হয়।

এবিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি আলমগীর কবীর বলেন, এবিষয়ে এখন পর্যন্ত কেউ কোন অভিযোগ করেনি। অভিযোগ পেলে

তদন্ত পূর্বক আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

দামুড়হুদায় পিকাপ ও মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষ আহত ২

দামুড়হুদা উপজেলার জয়রামপুর স্কুল বটতলা নামক স্থানে পিকাপ ও মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে ২ জন মারাত্মক আহত হয়েছে। আজ শনিবার বিকাল ৩ টার দিকে এ সংঘর্ষ ঘটে। আহতরা হলো উপজেলার জয়রামপুর মাঠপাড়ার আব্দুর রহিম এর ছেলে মোঃ মিজান (২০) ও আবু সুনু’র ছেলে মোঃ মিথুন (২১)।

স্থানীয় সুত্রে জানাগেছে, দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের জয়রামপুর কাঁঠালতলা থেকে মোটরসাইকেল যোগে দামুড়হুদায় যাওয়ার পথে জয়রামপুর স্কুল বটতলা থেকে আনুমানিক ২০০ গজ উত্তরে কৃষি পয়েন্টের সামনে নীল রঙের একটি খুলনা মেট্রো ১১-১৬১৫ নাম্বারের পিকাপ এর সহিত মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। উক্ত দুর্ঘটনায় মোটরসাইকেল আরোহী দুইজন পিচ রাস্তার উপরে সিটকে পরে গুরুতর আহত হয়।

তাৎক্ষণিকভাবে স্থানীয় লোকজন আহত দুইজনকে চিকিৎসার জন্য চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিয়ে যায়। মোটর সাইকেল আরোহী মিজান গুরুতর আহত হওয়ায় তাকে কর্তব্যরত চিকিৎসক রাজশাহী রেফার্ড করেন। আহত মিথুন বর্তমানে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। সংবাদ পেয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন এবং ঘটনাস্থল থেকে একটি মিনি পিকাপ ও মোটরসাইকেল উদ্ধার করে থানা হেফাজতে নেওয়া হয়। এদিকে দূর্ঘটনার পরে পিকাপের ড্রাইভার কে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি।

স্থানীয়রা বলেন, মোটরসাইকেল আরোহী মিজান খুবই উৎশৃঙ্খল, মোটরসাইকেলের জন্য বাসায় খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিল, সেজন্য মিজানের পিতা আব্দুর রহিম ১৫ দিন আগে মটরসাইকেলটি কিনে দিয়েছে।

তারা আরো বলেন দ্রুত গতিতে মোটরসাইকেলটি হেলে দুলে যাচ্ছিল, দূর্ঘটনায় পিকাপের কোন দোষ ছিলোনা। আমাদের চোখের সামনে মোটরসাইকেলটি পিকাপে এসে সরাসরি ধাক্কা দেয়। এতে ভয় পেয়ে পিকাপের ড্রাইভার ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যাই।

এবিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি আলমগীর কবীর বলেন, এখনো পর্যন্ত কেউ কোন অভিযোগ দায়ের করেনি। অভিযোগ পেলে তদন্ত সাপেক্ষে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

দামুড়হুদায় দুই আলম সাধুর মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত ১

দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের জয়রামপুর দোয়ারধার নামক স্থানে দুই আলম সাধুর মুখোমুখি সংঘর্ষে একজন নিহত ও একজন গুরুতর আহত হয়েছে।

আজ বুধবার সকাল ১০ টার দিকে দুই দিক থেকে আসা দুইটা আলম সাধুর মুখোমুখি সংঘর্ষে এ দূর্ঘটনা ঘটে। নিহত ব্যাক্তি হলো আলমডাঙ্গা উপজেলার হাঁপানিয়া গ্রামের আমির আলীর ছেলে উজ্জ্বল হোসেন (২৮) এবং আহত ব্যক্তি হলো একই উপজেলার ভালাইপুর গ্রামের জহুরুল ইসলামের ছেলে ইব্রাহিম (৪০)।

স্থানীয় সুত্রে জানাগেছে, গতকাল বুধবার সকাল ১০ টার দিকে উপজেলার জয়রামপুর প্রধান সড়কে দর্শনা থেকে একটি মাছের খালি ড্রাম নিয়ে আলম সাধু ও অপর দিক দামুড়হুদা থেকে কাঠ বোঝায় আর একটি আলম সাধু গাড়ি দ্রুত গতিতে চালিয়ে আসে এবং দোয়ারধার নামক স্থানে এসে পৌঁছালে দুইটা গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটলে এ দূর্ঘটনা ঘটে। স্থানীয় এলাকাবাসী এসে দ্রুত তাদেরকে উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক উজ্জ্বলকে পরিক্ষা নিরিক্ষার পরে মৃত ঘোষণা করেন এবং অপর গাড়ির চালক ইব্রাহীম চিকিৎসাধীন অবস্থায় আছে। সংবাদ পেয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন এবং আলম সাধু দুইটা উদ্ধার করে থানা হেফাজতে নেয়া হয়।

এ বিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি আলমগীর কবির বলেন দুই আলম সাধুর মুখোমুখি সংঘর্ষে একজন নিহত হয়েছেন নিহতের লাশ চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতাল মর্গে আছে, এখনও পর্যন্ত কারো পক্ষ থেকে কোন অভিযোগ পাওয়া যায়নি। অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

কুষ্টিয়ায় মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত-২

কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে দুই মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে মো: সবুজ (২১) ও বিপ্লব হোসেন (৪২) নামে দুই জন নিহত হয়েছেন।

রোববার (২৮ এপ্রিল) দুপুরে উপজেলার সান্দিয়ারা- লাহিনীপাড়া আঞ্চলিক সড়কের চাঁপড়া ইউনিয়নের চাপড়া ব্রিজ এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত মো. সবুজ হোসেন কুষ্টিয়া সদর উপজেলার মিলপাড়া এলাকার আব্দুল মালেকের ছেলে এবং বিপ্লব হোসেন (৪২) একই উপজেলার বাড়াদী উত্তর পাড়া এলাকার মৃত মোক্তার হোসেনের ছেলে।

এলাকাবাসী ও হাসপাতাল সুত্রে জানা গেছে, সবুজ হোসেন মোটরসাইকেল নিয়ে লাহিনীপাড়া থেকে সান্দিয়ারার দিকে যাচ্ছিলেন। আর বিপ্লব মোটরসাইকেল নিয়ে তাঁর বিপরীত দিকে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে চাঁপড়া ইউনিয়নের চাপড়া ব্রিজ এলাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুই মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে দুইটি মোটরসাইকেল ধুমড়ে মুচড়ে যায় এবং তাঁরা গুরুতর আহত হন। পরে স্থানীয়রা তাঁদের উদ্ধার কুষ্টিয়া সদর হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানকার কর্তব্যরত চিকিৎসক বিপ্লবকে মৃত ঘোষণা করেন এবং সবুজকে উন্নত চিকিৎসার জন্য রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করেন। পথিমধ্যে বিকেল ৩ টার দিকে সবুজ মারা যান।

প্রত্যক্ষদর্শী সাজেদুল ইসলাম জানান, দুইটি মোটরসাইকেলেই অতিরিক্ত গতি ছিল। কিভাবে যেন মুহুর্তেই মধ্যেই তাঁরা সংঘর্ষে

জড়িয়ে পড়ে। এসময় মোটরসাইকেল দুইটি ধুমড়ে মুচড়ে যায় এবং দুজন গুরুতর আহত হন।

চাঁপড়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এনামুল হক মঞ্জু জানান, দুইটি মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে দুইজন গুরুতর আহত হলে স্থানীয়রা তাঁদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানকার কর্তৃব্য চিকিৎসক বিপ্লব নামে একজনকে মৃত ঘোষণা করেন এবং সবুজকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়। কিন্তু সবুজ হাসপাতালে পৌছানোর আগেই মারা গেছে বলে তিনি জানতে পেরেছেন।

কুষ্টিয়া ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের সদস্য জিয়াউর রহমান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, দুইটি মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে একটি দুর্ঘটনা ঘটেছে। একজন হাসপাতালে আনার আগেই মারা যান। আরেকজনের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাকে রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পথে মারা যায়।

আলমডাঙ্গায় যাত্রীবাহী বাসের সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষে মোটরসাইকেল আরোহীর মৃত্যু

আলমডাঙ্গায় যাত্রীবাহী বাস-মোটরসাইকেল মুখোমুখি সংঘর্ষে আলামিন হোসেন (৫০) নামের এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। আজ মঙ্গলবার দুপুর ২ টার দিকে চুয়াডাঙ্গা-আলমডাঙ্গা আঞ্চলিক সড়কে নিগার সিদ্দিক ডিগ্রী কলেজের সসন্নিকটে এ দূর্ঘটনা ঘটে।

নিহত আলামিন জেহালা ইউনিয়নের মুন্সিগঞ্জ এলাকার মৃত মিন্টু ইসলামের ছেলে এবং তিনি ১ নম্বর ওয়ার্ডের সাবেক ইউপি ইউপি সদস্য ছিলেন। আহত অবস্থায় তাঁকে পরিবারের সদস্যরা কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করেন। বিকেলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।

স্থানীয়রা জানান, আলামিন মোটরসাইকেল যোগে মুন্সিগঞ্জের নিগার

সিদ্দিক কলেজ এলাকার (এডিবি) ব্রিকসে যাচ্ছিলেন। এসময় ট্রাক ওভারটেক করতে গেলে সামনে থেকে আসা একটি যাত্রীবাহী বাসের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে বাসের ধাক্কায় তিনি ছিটকে পড়েন। পরে ওই বাসের চাকার নিচে পড়ে পা পিষ্ট হয়ে শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। স্থানীয়রা উদ্ধার করে আলমডাঙ্গার একটি প্রাইভেট ক্লিনিকে নেয়। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে পরিবারের সদস্যরা উন্নত চিকিৎসার জন্য কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করলে বিকেলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আলামিনের মৃত্যু হয় ।

এ বিষয়ে জানতে আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের পরিদর্শক (ওসি) শেখ গনি মিয়া জানান, মুন্সিগঞ্জে সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় একজনের মৃত্যু হয়েছে। তবে কুষ্টিয়ায় মৃত্যু হবার কারণে সেখানেই সুরতহাল রিপোর্ট সংগ্রহ করবে। সংবাদটি লেখাপর্যন্ত কোন অপমৃত্যু মামলা হয়নি বলে জানান ওসি শেখ গণি মিয়া।

দামুড়হুদায় ট্র্যাক্টর ও মোটরসাইকেল মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত যুবকের মৃত্যু

দামুড়হুদায় ট্র্যাক্টর ও মোটরসাইকেল মুখোমুখি সংঘর্ষে মোটরসাইকেল চালক গোলাম রাব্বি (২৫) নামের এক যুবক নিহত হয়েছেন। সে উপজেলার হাউলি ইউনিয়নের লোকনাথপুর গ্রামের জাকির হোসেনের ছেলে।

গতকাল বৃহস্পতিবার রাত ১২টার দিকে রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান।

নিহতের পরিবার ও স্থানীয়রা জানান, গতকাল বৃহস্পতিবার ভোর সাড়ে ৫টার দিকে গোলাম রাব্বি প্রতিদিনের ন্যায় পুরাতন কাঁথা কিনার জন্য বিভিন্ন গ্রামে যাবার সময় বুধবার ভোরে বাড়ি থেকে বাহির হয়ে উপজেলার দামুড়হুদা দর্শনা মহাসড়কের জয়রামপুর চৌধুরী পাড়ার দোয়ার কাছে পৌছালে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ভাটার ট্রাক্টরের